সংবাদ

তারিখ 15 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৬

পাঠ্যপুস্তকের কেনাবেচা এখনও জমে ওঠেনি

রাশেদ মেহেদী ঃ বাজারে পাঠ্যপুস্তকের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকলেও বইয়ের কেনাবেচা এখনও জমে ওঠেনি। শুরুতে কিছুটা আগ্রহ দেখালেও গত দেড় সপ্তাহ যাবত ক্রেতাদের খুব একটা ভিড় নেই। বাংলাবাজার ঘুরে বিক্রেতা ও ক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বইয়ের বাজার জমে না ওঠার কারণ জানার জন্য ক্রেতা ও বিক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ করা হয়। তারা জানান, ছাত্রছাত্রীরা এখনও বই কেনা শুরু করেনি। এর কারণ হচ্ছে, বেশিরভাগ স্কুলে এখনও ভর্তি পরীক্ষা চলছে। কোন কোন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা এখনও হয়নি, বুক লিস্ট প্রস্তুত হয়নি, প্রায় কোন স্কুলেই নতুন বর্ষের ক্লাসও শুরু হয়নি, ফলে ছাত্রছাত্রীরা নতুন বই কেনাও শুরু করেনি। ছাত্রছাত্রীরা বই না কেনার কারণে রাজধানী ও মফস্বলের খুচরা বিক্রেতারাও বই

জমে ঃ পৃঃ ১১ কঃ২

জমে ঃ কেনাবেচা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

কিনছেন কম। বাংলাবাজারের পাইকারি বাজারও এ কারণে জমে উঠছে না। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতারা আশা করেন, আগামী দু'এক সপ্তাহের মধ্যে স্কুলগুলোর ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হলে বইয়ের বাজার জমে উঠবে।

বাংলাবাজারের কয়েকজন পাইকারি বিক্রেতা জানান, শুরুতে এ মাসের চার-পাঁচ তারিখে বাজার বেশ জমজমাট ছিল। এ সময় নতুন বই প্রথমে বাজারে আসে। প্রথম দু' তিন দিন বিভিন্ন মফস্বল শহর থেকে খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতারা এসে বই নিয়ে যান; কিন্তু এরপরই বাজার স্তিমিত হয়ে যায়।

মফস্বল থেকে আসা কয়েকজন ক্রেতা জানান, আবশ্যিক বই মোটামুটি চলছে, তবে ঐচ্ছিক বইয়ের বেচাকেনা এখনও শুরু হয়নি বললেই চলে। তারা জানান, প্রতিবছর এ অবস্থা বিরাজ করে। কারণ স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও ক্লাস শুরু হতে পুরো জানুয়ারি মাস শেষ হয়ে যায়।

এ সপ্তাহে দ্বিতীয় শ্রেণির মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারে এসেছে। বৃহস্পতিবার তৃতীয় শ্রেণির বইও বাজারে আসবে বলে মুদ্রক ও প্রকাশকরা জানিয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণির বই বাজারে আসার পর এ বছরের মাধ্যমিক স্তরের সম্পূর্ণ বই বাজারে চলে আসবে।

এ ব্যাপারে পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সূত্র জানায়, প্রথম পর্যায়ে ১ লাখ ২৫ হাজার বই বাজারে আসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আরও অতিরিক্ত ৫০ লাখ বই মুদ্রণের যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করে রাখা হয়েছে।